প্রথম আলো

তারিখ 20 JAN 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস

এক কমিটির তদন্তে দোষী অন্য কমিটি দিল অব্যাহতি

অরুণ কর্মকার ●

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সরকারের দুই কমিটির তদন্তে দুই ধরনের তথ্য এসেছে। এ নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আন্তমন্ত্রণালয় কমিটির তদন্তে বাংলাদেশ মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের অধীন নিরাপত্তা মুদ্রণালয়ের যে কর্মকর্তা হোতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি তাঁকেই নির্দোষ বলে অব্যাহতি দিয়েছে।

অবশ্য বাংলাদেশ মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ফরম ও প্রকাশনা অফিসের সহকারী পরিচালক শাহ্-ই-আলম পাটোয়ারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে লিখিতভাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে বলেছেন, তাদের (জনপ্রশাসন) তদন্তে সঠিক তথ্য উঠে আসেনি। আন্তমন্ত্রণালয় কমিটির তদন্তে প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য যাঁকে দায়ী করা হয়েছে, নিরাপত্তা মুদ্রণালয়ের সেই সহকারী পরিচালক (প্রেস) খন্দকার মোহাম্মদ আলী দায়ী। তাঁর শাস্তিও দাবি করেছেন শাহ্-ই-আলম।

২০১০ সালের ৮ জুলাই রাতে রংপুরে ওই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে এবং এর সঙ্গে জড়িত কয়েকজন ধরা পড়েন। এরপর আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি তদন্ত শুরু করে। ওই কমিটির প্রধান ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস এম গোলাম ফারুক। সদস্য ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শামসুল কিবরিয়া চৌধুরী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একই পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা।

এই কমিটি মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা ও পাঁচ কর্মচারীসহ মোট ১১ জনকে দায়ী করে প্রতিবেদন দিয়েছিল। সে অনুযায়ী পাঁচ কর্মচারীকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আর একমাত্র কর্মকর্তা খন্দকার মোহাম্মদ আলীকে আলাদা তদন্ত করে অব্যাহতি দেয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা।

> ২০১০ সালের ৮ জুলাই রাতে রংপুরে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে। এর সঙ্গে জড়িত কয়েকজন ধরাও পড়েন। এরপর আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি তদন্ত শুরু করে

> কমিটি মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা ও পাঁচ কর্মচারীসহ মোট ১১ জনকে দায়ী করে প্রতিবেদন দিয়েছিল

অব্যাহতি দেওয়ার সময় মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা চলছিল। ওই তদন্ত কমিটির প্রধান ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সোলতান আহমেদ।

এ ছাড়া অধিদপ্তরের পক্ষ থেকেও পরিচালক আবুল কাশেমকে (বর্তমানে অবসরে) প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছিল। ওই কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, তাদের তদন্তেও কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। তদন্ত প্রতিবেদনে 'দায়ী কারা' উপশিরোনামে তাঁদের নামও উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত তা বাদ দিতে হয়েছে।

অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে কথা বলা হয়। তাঁরা জানান, শাহ্-ই-আলমের বক্তব্যই সঠিক। উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ কোনো তদন্ত কমিটি হলে তাঁরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত।

প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শাহ্-ই-আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, সংবিধানের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রতিটি নাগরিকের বিবেক ও চিন্তার যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, সে অনুযায়ী তিনি প্রকৃত সত্য জেনেই বক্তব্য দিয়েছেন। প্রথম শ্রেণির একজন কর্মকর্তা হিসেবেও তিনি এটা তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, শাহ্-ই-আলম লিখিত বক্তব্য দেওয়ার পর প্রথমে তাঁর বিরুদ্ধে 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ' করার অভিযোগ এনে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। এর জবাবে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে বলেন, তিনি যা বলেছেন তা সত্য। জাতীয় স্বার্থে প্রকৃত প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের শাস্তি হওয়া উচিত মনে করেন বলেই তিনি এভাবে কথা বলেছেন।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এরপর মন্ত্রণালয় শাহ্-ই-আলমের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করার প্রক্রিয়া শুরু করে। তখন তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর সবিস্তারে ঘটনা তুলে ধরেন। তবে কর্তৃপক্ষ তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে না পাঠিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে। আজ মঙ্গলবার ওই মামলায় তাঁর লিখিত জবাব দেওয়ার শেষ দিন ধার্য আছে।